সংবাদ ... 040

তারিখ ... 21.11.84 ...

পৃষ্ঠা ... কলাম ...

বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের উদ্যোগে আয়োজিত

দ্বিতীয় জাতীয় শিক্ষক মহাসম্মেলন

স্থান : মানিক মিয়া এ্যাভিনিউ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা

তারিখ : ২৯শে নভেম্বর, ১৯৮৪, বৃহস্পতিবার, সময় : বেলা ৯টা

প্রধান অতিথি : লেঃ জেঃ আবহাওয়া হোসাইন মোহাম্মদ এরশাদ

মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক এবং চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি ফেডারেশন।

সরকারী ও বেসরকারী মাধ্যমিক স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসাসমূহের শিক্ষকদের বিরাজমান সমস্যাসমূহের সমাধানের লক্ষ্যেই এই জাতীয় শিক্ষক মহাসম্মেলন। আমরা চাই---সরকারী ও বেসরকারী শিক্ষকদের অভিন্ন বেতন স্কেল ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা। এই লক্ষ্যে পৌঁছার উদ্দেশ্যে সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট নীতিমালার মাধ্যমে বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও অন্যান্য কর্মচারীদের চাকুরী জাতীয়করণ, শিক্ষার মান উন্নয়ন, সরকারী শিক্ষকদের ন্যায় বেসরকারী শিক্ষকদের টাইম স্কেল, পেশাগত মর্যাদা প্রদান, জুনিয়র ও সিনিয়র শিক্ষকদের বেতন স্কেলের মধ্যকার অযৌক্তিক ব্যবধান দূরীকরণ, সরকারী স্কুল-কলেজের যে যে পদে শিক্ষকদের গেজেটেড মর্যাদা দেওয়া হয়েছে ঐ পদ ও স্কেলের বেসরকারী স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার শিক্ষকদের গেজেটেড মর্যাদা প্রদান, নিয়োগবিধি, ষ্টাফিং প্যাটার্ন সংশোধন, প্রধান ও সহকারী প্রধান শিক্ষক হওয়ার জন্য স্কুল ও মাদ্রাসার শিক্ষকদের মধ্যকার বৈষম্য দূরীকরণ, বেসরকারী শিক্ষকগণের চাকুরী হতে অবসরকালীন সময়ে অথবা কোন শিক্ষকের মৃত্যু হলে পরে যাতে তার স্ত্রী-পুত্রগণকে পরের মুখাপেক্ষী হতে না হয় তজ্জন্য শিক্ষক কল্যাণ তহবিল গঠন, মাসিক ভিত্তিতে বেতন পাওয়ার ব্যবস্থা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানকে সেলফ ড্রইং অফিসার ঘোষণা, বোর্ড ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত সার্টিফিকেট ও ডিগ্রী পরীক্ষায় সরকারী কলেজ ও স্কুলের শিক্ষকগণ যেভাবে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ করে বেসরকারী স্কুল ও কলেজের শিক্ষকগণকে অনুরূপ পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা প্রদান, সংযুক্ত ও স্বতন্ত্র এবতেদায়ী মাদ্রাসা এবং সুপরিচালিত ও মঞ্জুরিপ্রাপ্ত ফোরকানিয়া মাদ্রাসাসমূহের শিক্ষকদেরকে মাদ্রাসা মঞ্জুরি প্রাপ্তির তারিখ হতে বেতন স্কেল প্রদান। এতদ্ব্যতীত সরকারী কলেজ ও মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষকদের ক্যাডার সার্ভিস ও টাইম স্কেলের সুযোগ-সুবিধা যাতে তাদের দেওয়া প্রস্তাব অনুযায়ী অবিলম্বে ভোগ করিতে পারেন তার ব্যবস্থাকরণ এবং সরকারী ক্যাডারভুক্ত শিক্ষকগণ যাতে সিনিয়র সার্ভিস পুলের অন্তর্ভুক্ত হয়ে সর্বত্র দেশ সেবার সুযোগ লাভ করেন উহার পথ সুগমকরণ।

উপরিবর্ণিত সুযোগ-সুবিধা অর্জনের লক্ষ্যে আগামী ২৯শে নভেম্বর রোজ বৃহস্পতিবার সরকারী, বেসরকারী স্কুল, কলেজ মঞ্জুরিপ্রাপ্ত ফোরকানিয়া ও এবতেদায়ীসহ দাখিল হতে কামিল পর্যন্ত মাদ্রাসাসমূহের দেশের সকল শিক্ষক ও শিক্ষিকাবৃন্দকে যথা সময়ে মহাসম্মেলনে যোগদানের জন্য উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি।

একটি শুভ সংবাদ : যেহেতু মাসের শেষে সকলেই আর্থিক অসুবিধায় আছেন তাই সম্মেলনে যোগদানের সুবিধার জন্য চলতি মাসসহ তিন মাসের বেতন স্কেল ও ভাতাসহ সরকার হতে যিনি যে পরিমাণ টাকা পান উহা যাতে ২৫-২৭শে নভেম্বরের মধ্যে সকল শিক্ষকের হাতে পৌঁছে এই মর্মে শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে বিশেষভাবে আবেদন জানালে উহা মন্ত্রণালয় মঞ্জুর করেছে। সেমতে ১৯-১১-৮৪ তাং ৩৬ কোটি টাকার চেক সংশ্লিষ্ট ব্যাংকসমূহের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে। সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানগণকে বিল ফরম প্রস্তুত করে রাখার জন্য অনুরোধ করছি।

ভাই ও বোনেরা : শিক্ষক সমিতি ফেডারেশন আজপর্যন্ত আপনাদিগকে কি আদায় করে দিয়েছে এবং এ ফেডারেশন গঠিত হওয়ার পূর্বে আপনারা কে কি পেতেন তা আপনাদের প্রত্যেকেরই জানা আছে। তবুও বেসরকারী ও সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকগণ কি অর্জন করেছেন তা ফেডারেশন গঠনের আগে ও পরের চিত্রে এক নজরে দেখুন : ৩০শে জুন ১৯৭৭ পর্যন্ত (ফেডারেশন গঠনের পূর্বের বৎসর) বেসরকারী স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার শিক্ষকদের জন্য বরাদ্দ ছিল ১৬ কোটি ২৬ লক্ষ টাকা। ফেডারেশন গঠিত হয় ১৯৭৮ সনের আগষ্ট মাসে। অতঃপর বরাদ্দ নিম্নরূপ : ১৯৭৭-৭৮ অর্থবছরে বরাদ্দ ২৪ কোটি ৬৮ লক্ষ টাকা, ১৯৭৮-৭৯ অর্থবছরে বরাদ্দ ৩১ কোটি ৫১ লক্ষ টাকা, ১৯৭৯-৮০ অর্থবছরে বরাদ্দ ৩৫ কোটি ৩৭ লক্ষ টাকা, ১৯৮০-৮১ অর্থবছরে বরাদ্দ ৫৭ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা, ১৯৮১-৮২ অর্থবছরে বরাদ্দ ৫৭ কোটি ৮৬ লক্ষ টাকা।

মহামান্য প্রেসিডেন্ট লেঃ জেঃ এইচ, এম এরশাদ ১৯৮২ সালের জুন মাসে আমাদের ফেডারেশনের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হওয়ার পর যা বর্ধিত হয়েছে তা নিম্নে এক নজরে দেখুন : ১৯৮২-৮৩ অর্থ বছরে বরাদ্দ ৬৯ কোটি ৮ লক্ষ টাকা, ১৯৮৩-৮৪ অর্থ বছরে বরাদ্দ ১০৬ কোটি টাকা, ১৯৮৪-৮৫ অর্থ বছরে বরাদ্দ ১৫০ কোটি টাকা।

১৯৮১-৮২ অর্থ বছরের বরাদ্দের তুলনায় মহামান্য প্রেসিডেন্ট লেঃ জেঃ এইচ, এম এরশাদ-এর ফেডারেশনের চেয়ারম্যান হওয়ার বদৌলতে এ বৎসর শিক্ষকগণ ৯২ কোটি ১৪ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত লাভ করেছেন। সরকারী কলেজ শিক্ষকগণ ফেডারেশনভুক্ত হয়ে মহামান্য প্রেসিডেন্ট জেঃ এরশাদের বদৌলতে ক্যাডারভুক্ত হয়েছেন ও টাইম স্কেল পেয়েছেন। তাঁদের পদোন্নতি এক নজরে দেখুন :

অধ্যাপক ৭২ জন, সহযোগী অধ্যাপক ৮৩০ জন, সহকারী অধ্যাপক ৬৭৫ জন, লেকচারার ১৩৫ জন। শীঘ্রই লেকচারার পদে আরও নতুন নিয়োগ হবে। স্বল্প সময়ে এমন বৈপ্লবিক পরিবর্তনের নজির উপমহাদেশের ইতিহাসে নাই।

সরকারী মাধ্যমিক শিক্ষকগণের বহু প্রত্যাশিত টাইম স্কেল, ক্লাসিক্যাল ও সহকারী শিক্ষকগণ ৪৭০/-টাকা হতে ৬২৫/-টাকা-এর স্কেলে পৌঁছেছেন। সহকারী প্রধান শিক্ষক হওয়ার প্যানেলে অপেক্ষমান শিক্ষকদের এবং সহকারী প্রধান শিক্ষক হতে প্রধান শিক্ষক হওয়ার পেণ্ডিং ব্যাপারটি সহজে সমাধান করে দেওয়া হয়েছে।

শিক্ষক ভাই ও বোনেরা : শিক্ষক সমিতি ফেডারেশন দেশের সরকারী, বেসরকারী প্রায় আড়াই লক্ষ শিক্ষকদের একমাত্র প্রতিষ্ঠান। উপরোক্ত তথ্য থেকে সকলেই এ কথা স্বীকার করেন যে, এ ফেডারেশন শিক্ষকদের সমস্যাবলী সমাধান অতীতে যেভাবে করতে সক্ষম হয়েছে বর্তমানেও সেভাবে তাদের সমস্যাবলী সুষ্ঠু সমাধানে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও সম্পূর্ণ সক্ষম। অতএব ২৮শে নভেম্বর আপনারা সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে মহাসম্মেলনে যোগদানের উদ্দেশ্যে রওনা করুন। ফেডারেশনভুক্ত সংগঠনসমূহের সকল জেলা, উপজেলা ইউনিটসমূহের নেতৃবৃন্দকে নিজ নিজ এলাকায় সভা করে সম্মেলনের ডাক সকল শিক্ষকের নিকট পৌঁছে দিয়ে তাদেরকে নিয়ে দলে দলে মহাসম্মেলনে যোগদানের জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ জানাচ্ছি।

মাওলানা এম, এ মান্নান

সেক্রেটারী জেনারেল, বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি ফেডারেশন এবং
সভাপতি, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষক সমিতি, ফোন : ৬০২২০১, ৬০৪৪৭২।

অধ্যক্ষ এ, কে, এম শহীদুল্লাহ, যুগ্ম-মহাসম্পাদক, বি, এফ, টি, এ, ও সভাপতি বাংলাদেশ কলেজ শিক্ষক সমিতি, ফোন : ২৫২৩৮৭, ২৫৬৮৭৫।

আবদুল খালেক, যুগ্ম-মহাসম্পাদক, বি, এফ, টি, এ ও সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি (মাধ্যমিক), ফোন : ৬০৬৯৬০।

এ, কে, এম, আলী রেজা সদস্য, বি, এফ, টি, এ, সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ সরকারী কলেজ শিক্ষক সমিতি, ফোন : ২৩৮১১২।

মাওলানা খন্দকার নাসির উদ্দিন সাংগঠনিক সম্পাদক, বি, এফ, টি, এ, ও সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষক সমিতি, ফোন : ৬০২১৬২।

মোঃ শহীদুর রহমান, সদস্য বি, এফ, টি, এ ও সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ সরকারী মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতি, ফোন : ৫০৩২৬৯।

জি--৪৭৮৭